1.

Deptt of Philosophy, Semester-IV (Hons.)

PAPER- CC-10 From: Arun Das

* সত্যতা সম্পর্কে সংসক্তিবাদ (Coherence Theory) আলোচনা কর,

Ans:- 'সংসক্তি' বলতে বোঝায়, একটি বিশ্বাসের সঙ্গে অপরাপর বিশ্বাসের বা একটি বচনের ~~সত্যতা~~ সঙ্গে অপরাপর বচনের এমন এক প্রকার সম্বন্ধ যেখানে একটি বিশ্বাস বা বচনের সত্যতা অন্যান্য বিশ্বাস বা বচনের সত্যতার উপর নির্ভরশীল, সংসক্তিবাদ অনুসারে, একটি বচনের সত্যতা নির্ধারণের জন্য জানতে হয়, বচনটি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বচনের সত্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা, বচনটির সত্যতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বচনের সত্যতা থেকে নিঃসৃত হয়েছে ~~কিনা~~ কি-না, কোন বচন বা বিশ্বাস নিজে নিজে সত্য নয়, বচনের সত্যতা নির্ভর করে অন্যান্য বচনের সঙ্গে, একটি বচন-বাক্যগুলির সঙ্গে, তার সংসক্তি-সম্বন্ধের উপর, যেমন- কোন লোক জলে ডুবে মারা গেলে যখন আমরা বলি 'লোকটি জলে ডুবে মারা গেল' তখন ঐ বচনটির সত্যতা একাধিক সত্য বচনের সঙ্গে তার সংসক্তি উপর নির্ভর করে, কিন্তু যখন কেউ বলে 'একটি লোক নদীর উপর দিয়ে হেঁটে গেল কিন্তু ডুবল না' তখন তার কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করি না, কেননা কথাটি সংশ্লিষ্ট অপরাপর সত্য বচনের সঙ্গে সংসক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়,

ভাববাদী দার্শনিক হেগেল এবং তাঁর অনুগামী ব্র্যাডলি (Bradley), বোসাঙ্কে (Bosanquet)

কোনটিই আক্ষরিকভাবে বস্তুর সত্তা প্রসঙ্গে সাংগঠনিকবাদের দৃষ্টিকোণে, সংগঠন হল বস্তুসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ, বস্তুর সঙ্গে অন্য কিছুর মিলন - অন্য বা অনুপস্থিতির, যা তার নয় .. এ সবের সম্বন্ধ নয়, ভাষাবিজ্ঞানী সোস্যুর এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, চিহ্নের একমাত্র সত্তা, চিহ্নকে অতিক্রম করে চিহ্ন-অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, কেননা সেই 'অন্যকিছু' নিজেও এক চিহ্ন প্রতিনিধিত্বের, অর্থাৎ বা বস্তুর সত্তা নির্ভর করে সংগঠনের উপর, কোনো বস্তু যদি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তাহলে বস্তুটি সত্য হবে, না হলে তা মিথ্যা হবে।

সাংগঠনিক মতে, অভিজ্ঞতাবাদে 'সংগতি' একক বা অবিচ্ছিন্নভাবে বিবেচ্য নয়, সাংগঠনিকবাদীরা 'সাংগঠনিক' প্রকৃতিকে সংগতি বা সামঞ্জস্য বা অবিচ্ছিন্নতা হিসেবে মানেন না, কেননা সংগতি-সম্বন্ধ সাংগঠনিক সম্বন্ধ অপেক্ষা অনেক বেশি দুর্বল সম্বন্ধ। দুই বা ততোধিক বস্তু, তারা স্বতন্ত্র, সম্পর্কবিহীন, অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক হলেও - যদি তাদের মধ্যে বিরোধিতা না থাকে, বিরুদ্ধতা না থাকে, তাদের মধ্যে একটি সত্য হলে অন্যগুলিও সত্য হতে পারে, তাহলেই বলা যাবে যে, তাদের মধ্যে সংগতি বা সামঞ্জস্য আছে।

সাংগঠনিক সম্বন্ধ অনেক জোরালো সম্বন্ধ, যেহেতু বস্তুসমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেকটি বস্তুর সত্তা অন্যান্য বস্তুর সত্তার দ্বারা সমর্থিত হয়, পারস্পরিক সমর্থনের সম্বন্ধই হল সাংগঠনিকবাদের মূলকথা।

অধ্যাপক কুয়াইন সংসক্তি সম্বন্ধকে বুঝিয়েছেন একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে:- কোন খুনের সামনের পাঁচজন সাক্ষী, যারা পরস্পর পরস্পরকে চেনেন, যদি স্বতন্ত্রভাবে বলে যে, খুন হবার দিনটিতে তারা প্রত্যেকে কালো-চাদরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে নিহত ব্যক্তির বাড়ীর সামনে বিশেষ এক সময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, তাহলে বলা যাবে যে তাদের বিবৃতিগুলির মধ্যে সংসক্তি সম্বন্ধ আছে, এক্ষেত্রে অপরের সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত হবার জন্য প্রত্যেকের সাক্ষ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং মনে করা হয় যে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যই সত্য, মনে করা হয় যে পাঁচজনের প্রতিজনের সাক্ষ্য বিবৃতি সত্য, কেননা একজনের বিবৃতির সঙ্গে অপর চারজনের বিবৃতির সংসক্তি সম্বন্ধ আছে।

হেগেলপন্থী সংসক্তিবাদীদের সত্যতত্ত্ব তাদের সত্তাতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল, তাদের মতে 'পরমচিন্তন হল পরমতত্ত্ব', এই পরমতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে মানুষের সংস্কৃতি, কোন জ্ঞান বা বচন যত বেশী ব্যাপক জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে, বচনসমষ্টির সঙ্গে, সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় ততই তার সত্যতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, বচনসমষ্টির ব্যাপকতা অনুসারে সংসক্তির মাত্রাভেদ হয় বলে কোন বচন বেশী সত্য হয়, আবার কোন বচন কম সত্য হয়, যেমন- জ্যোতির্বিদ কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদটি টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ অপেক্ষা ব্যাপকতর বচনসমষ্টির সঙ্গে সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় কোপারনিকাসের মতবাদটি অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী সত্য আর টলেমির মতবাদটি অপেক্ষাকৃতভাবে কম সত্য।

সমালোচনা:- সংসক্তিবাদ কোন নির্দোষ মতবাদ নয়।

কোনো সময় ক্ষেত্রে কোন বাস্তব বিষয় থাকে না, যেমন জ্যামিতিক, প্রতিজ্ঞাবাক্য, স্বতঃসিদ্ধ কাল্পনিক ক্ষেত্রে শুধু কেবল সংসক্তির উপর নির্ভর করে বচনের সত্যতা নির্ধারণ সম্ভব। কিন্তু তথ্য বা ব্যাপার সংক্রান্ত বচনগুলি প্রতিজ্ঞাবাক্য, স্বতঃসিদ্ধবাক্য ও সংজ্ঞাবাক্যের মত নয়। যেমন "আদালতের কাঠগড়ায় অবস্থিত আসামী বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল" বচনের সঙ্গে বচনের সংসক্তি সম্বন্ধের উল্লেখ না করে যেমন অনুরূপতাবাদের সঠিক ব্যাখ্যা হয় না, তেমনি বচনের সঙ্গে তথ্যের অনুরূপতার উল্লেখ না করে সংসক্তিবাদের ও সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত:- সংসক্তির দ্বারা বচনের সত্যতা নির্ধারণ করতে হলে তা হবে এক অন্তহীন প্রক্রিয়া, কোন এক পর্যায়ে সংসক্তিকে পরিহার করে অনুরূপের আশ্রয় না নিলে বচনের সত্যতা নির্ধারণ সম্ভব হবে না। কাজেই কোন এক স্তরে বচনকে পরিহার করে বাস্তব ব্যাপারের উল্লেখ করতে হবে।

তৃতীয়ত: কতকগুলি মিথ্যা বচন বা বচনতন্ত্রের মধ্যেও সংসক্তি থাকতে পারে।

চতুর্থত:- সংসক্তিবাদীদের 'সত্যতার মাত্রাভেদ' প্রসঙ্গেও আপত্তি দেখা দেয়। সংসক্তিবাদ অনুসারে, কোন জ্ঞান বা বচন পূর্ণ সত্য নয়, জ্ঞানমাত্রই আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে সংসক্তিবাদীদের এই অভিমত হেঁয়ালী বলে মনে হয়।

উপসংহারে, বলা যায় যে, ঐতিহাসিক বচনের ক্ষেত্রে, গাণিতিক ও জ্যামিতিক বচনের ক্ষেত্রে। ~~ক্ষেত্রে~~ এইসব ক্ষেত্রে সংসক্তির মাধ্যমেই বচনের নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

Scanned with CamScanner